দিক নির্দেশ ?

ডাঃ পবিত্র গোস্বামী

নবম শ্রেণীর ছাত্র বিপ্র, কৃষ্ণনগরের কাছে কোথাও একটা বাড়ি। সন্ধ্যায় টিউশন পড়ে ফেরার সময় রাস্তার ধারে দুই বন্ধুতে, দুজনে দুজনের সাইকেলে অর্ধেক পা রেখে পড়াশোনার কথা আলোচনা করছিল। পাশ দিয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে আসে একটি লড়ি। টাল সামলাতে না পেরে, বিপ্রর ডান পায়ের আঙুল থেকে কোমর পর্যন্ত পিষে যায়। নার্সিং হোম ও হাসপাতাল বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বিপ্র তিনদিন পরে অর্দ্ধ মৃত অবস্থায় যখন হেলথ হোমে পৌঁছায় তখন তার বাবার হাতে থাকা প্রেসক্রিপশনে উপুর্যপুরি দেখা চিকিৎসকদের সিদ্ধান্ত — প্রাণ বাঁচানোই কঠিন, কিন্তু প্রাণ আর পা দুটোই বাঁচানো একেবারেই অসম্ভব। সেই বিপ্র আমাদের হোমের হাসপাতালে তেরো বার অপারেশনের পর এখন আবার সাইকেল চালিয়ে কলেজ করে। চিকিৎসক হিসাবে সরকারী বেসরকারী সমস্ত ক্ষেত্রে কাজ করার সুবাদে বলতে পারি, একমাত্র কর্পোরেট হাসপাতাল ছাড়া অন্য কোনো জায়গাতেই এই ব্যবস্থা করা ছিল অসম্ভব। আর কর্পোরেট ক্ষেত্রে এর খরচ খুব কম করে হলেও দাঁড়াত কোটি টাকায়। হোম হাসপাতালের সমস্ত স্তরের কর্মী, বিশেষ করে ওটির সুবলদা, কিষুনদার মরমী ভূমিকাই এই অসম্ভবকে সম্ভব করাতে পেরেছিল।

ইছাপুরের ছেলে — নাম যেন কি — সুব্রত। বছর দেড়েক আগে পাড়ার মাঠে হকি খেলছিল। অন্য অনেকদিনের মতই, একবার বলটা পাশের ঝোপে চলে যায়। সাথীরা মিলে, খুঁজে নিয়ে যখন বেড়িয়ে আসছিল, তখন হঠাৎ এক বন্ধু বলে — এই সুব্রত, আর একটা বল! সুব্রত কোড়াবার জন্য মাথা ঝোঁকাতেই সেই বন্ধু হাতের স্টিক দিয়ে বলটাকে আগেই মাঠে পাঠাতে সজোরে মারে। ব্যাস! সুব্রত, আর ওর বাপ ছেড়ে পালানো মায়ের জীবনের আরো বিভীষিকাময় দিনগুলো ঠিক তখন থেকেই শুরু। সেই হকি বল ফেটে বেরুনো আগুন আর বারুদ সুব্রতর সমস্ত মুখ আর গলাকে পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়। শরীরের উপর দিকের সমস্ত অংশে গেঁথে যায় অসংখ্য পেরেক। আর জি কর মেডিকেল কলেজ ওকে প্রাণে বাঁচালেও সিদ্ধান্ত দেয় ব্রেনে ইনফেকশন আটকাতে দুটো ক্ষত বিক্ষত চোখই তুলে ফেরা জরুরী। বিদ্যালয়ের শিক্ষকের তৎপরতায় বিষয়টি আমাদের তৎকালীন মধ্য কলকাতা আঞ্চলিক কেন্দ্রের সম্পাদক অধ্যাপক সুব্রত বাগচীর নজরে আসে। ওকে রিস্ক বন্ডে ছাড়িয়ে হোমে নিয়ে আসা হয়। আর জি কর মেডিকেল কলেজেরই আর এক চোখের চিকিৎসক বিশ্বরূপ রায় এবং পরবর্তীতে আর আই ও, শুশ্রুতের চিকিৎসায় সুব্রত আজ আবার স্কুলে গিয়ে এক চোখে বই পড়ছে, অন্য চোখে কর্নিয়া গ্রাফটিং এর চেষ্টা চলছে। হোমে সাত বার ওটি করে ওর শরীর থেকে তিরিশেরও বেশি যন্ত্রনাদায়ক পেরেক বার করে দেওয়া হয়েছে। বাকী আছে তিনটি। সুব্রতর ভাষায় — শয়তান বাবা — খোঁজ নেবার সাময়িক ছলনায় চিকিৎসার জন্য দরদী মানুষের দেওয়া পনের হাজার টাকা আত্মস্যাৎ করে ফের সরে পড়লেও সুব্রতর পাশে আছে ওর লড়াকু মা, দরদী বিদ্যালয় এবং ওর অনেক আদরের স্টুডেন্টস হেলথ হোম।

শীলা ব্যাপারীকে চেনে না কেন্দ্রীয় হোমে এমন লোক নেই। বহু জায়গায় ঘোরার পর হোমই ধরেছে ওর ফালমিনেটিং (ভয়ঙ্কর) আলসারেটিভ কোলাইটিস। টানা দশ বছর চিকিৎসা করিয়েছে হোমে। মাস আষ্টেক আগে বিরাট এক হাঁড়ি রসগোল্লা নিয়ে হোমের সকলের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে করতে নিজের কোমরে ব্যথা

করে ফেলল। বাধা দেওয়ায় বলল স্যার হোম আর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বেঁচে আছি বলেই তো কোমরে ব্যথাটা অনুভব করতে পারব। পূর্ব মেদিনিপুরে স্কুল শিক্ষক হিসাবে স্কুল সার্ভিস কমিশন ওকে নির্বাচন করে কোনো ভুল করেনি। আর তাই মিষ্টি, তাই প্রণাম। এখন কি সুন্দর লাগছে শীলাকে। বছর দশেক আগে এই মেধাবী মেয়েটি শারিরীক অসুস্থতার কারনে জামা কাপড় পরিস্কার রেখে স্কুলে বসতেও পারত না, রক্তে ভিজে যেত। তবে শীলার লড়াই এখানেই শেষ নয়, এই মারন ব্যাধি ওকে আবার ছোবল মারতে পারে। ও জানে, জেনেও লড়ছে। পাশে আছে সেই — মা। হোম ওকে না জানিয়েই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকাকে চিঠি পাঠিয়েছে, যাতে বিদ্যালয় ওর পাশে থাকে।

সাফল্য যেমন আছে ব্যর্থতার তালিকাও কম নয়, হোম বাঁচাতে পারেনি ক্যানসার আক্রান্ত, মেধাবী মানিককে। শেষদিন পর্যন্ত ওর বাঁচার তীব্র আগ্রহ আমাকে আজও তাড়া করে বেড়ায়। বাঁচানো যায়নি সিনেমার হিরোকে লজ্জা পাওয়ানোর মত সুন্দর যুবক জাহাঙ্গীরকে, ঘাতক ক্যানসারের ছোবল থেকে। শেষ কয়েকটা মাস ওর বাবার একমাত্র সন্তানকে বাঁচানোর তীব্র আকুতি থেকে রেহাই পেতে পালিয়ে বেড়িয়েছি।

তাই আমাদের বুঝতে হবে চিকিৎসাকে শেষ কথা ভাবলে রোমহর্ষকারী জয় কখনও নিশ্চই হতে পারে, কিন্তু সার্বিকভাবে পরাজয়ের সম্ভাবনা অনেক বেশী। বেশ কিছু ক্যানসার তো বটেই, কমিউনিটি মেডিসিনের পরিভাষায় এমন কি অ্যাকসিডেন্টও প্রতিরোধযোগ্য একটি রোগ। এদের আটকাতে হলে, সঠিক কারনটিকে বুঝতে হবে — তা শারিরিক, মানসিক, এমন কি সামাজিকও হতে পারে। তাই কারন জানার ইচ্ছাটাকে আরো তীব্র, দৃষ্টিটাকে আরও প্রসারিত-স্বচ্ছ, জ্ঞান-বুদ্ধিটাকে সম্পূর্ণ আত্মম্ভরিতা বিহীন করতে হবে। চিরাচরিত ধ্যান ধারনার বাইরে গিয়ে হাতিয়ারগুলিতে আনতে হবে নতুনত্ব। অনবরত চালাতে হবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা। ভুল হবে, হবেই — ভুল করেই আমরা শিখব। মনে রাখতে হবে শুধু ছাত্রদের জন্যই নয় সমগ্র সমাজে রোগ ব্যাধি আটকাতে হোম কিছু মৌলিক ও যুগান্তকারী কাজ করতে পারে — সে সম্ভাবনা রয়েছে এই আন্দোলনে। হোমের ৫২ বছরের আগের মাইক্রোফিনান্সের তত্ত্বের নোবেল শিরোপা নিজের মাথায় না উঠলেও কোথাও তো উঠেছে। কিন্তু এ কাজে শুধু চিকিৎসক মুখাপেক্ষিতা কাটিয়ে তুলতে হবে। অসুস্থের জন্য চিকিৎসক, কিন্তু সুস্থতার উষ্ণ ধারা বহমান রাখতে চাই গোটা সমাজটাকেই।